গাংনীত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

গাংনীতে ১৫ ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ নিহত সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৩১ আগস্ট) দুপুরে গাংনী উপজেলা অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য একরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রেজাউল হক মাস্টার, উপ দপ্তর সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবান, গাংনী উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ, সদস্য সচিব জীবন আকবর গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক রুবেল হোসেন, সদস্য সচিব আশিকুজ্জামান পিন্টু, উপজেলা কৃষকলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহামুদ হাসিব, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি শাহীন রেজা।

গাংনীতে আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে উপজেলা চোরাচালান ও আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (৩০ আগস্ট) সকাল সাড়ে দশটার সময় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে চোরাচালান ও আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক এই

সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকী সেতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও আইনশৃঙ্খলা কমিটির উপদেষ্টা এম এ খালেক, পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা সুপ্রভাত রানি,গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মনজিৎ কুমার নন্দি, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান, বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, কাজীপুর ইউপি চেয়ারম্যান মুহা. আলম হুসাইন, তেঁতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, গাংনী উপজেলা সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলীসহ বিজিবি,সরকারি কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে মায়ের কাছে পৌছানোর আগেই নিথর হলো শিশু ইয়ানুর

সড়ক পার হয়ে মায়ের কাছে আসতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ইয়ানুর (৫) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৯ আগস্ট) ভোররাতের দিকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটির মৃত্যু হয়।

নিহত ইয়ানুর গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামের ফুটানি বাজার এলাকার ভ্যান চালক আব্দুল্লাহর ছেলে।

গতকাল সোমবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যার দিকে গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামের বামন্দী-কাজিপুর আঞ্চলিক সড়কের বালিয়াঘাট গ্রামের ফুটানি বাজার এলাকায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত হয়। আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

স্থানীয় মেম্বর আসাদুল ইসলাম জানান, সোমবার সন্ধ্যার দিকে বাড়ির পাশে মুদি দোকানে ইয়ানুরের মা মশার কয়েল কিনতে গেলে সে মায়ের পিছু পিছু যায়। এসময় তার মা সড়ক পার হয়ে আসলেও ইয়ানুর পিছ পড়ে।

পরে সড়ক পার হয়ে মায়ের কাছে আসার সময় একটি দ্রুতগামী মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিলে সে সড়কের উপর ছিটকে পড়ে। এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক শিশুটিকে চাপা দেয়।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে শিশু ইয়ানুরের মরদেহ নিজ গ্রামের বাড়িতে এসে পৌছালে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরের গাংনীতে ডিবি পুলিশের অভিযানে পরিত্যক্ত মাদক জব্দ

মেহেরপুরের গাংনীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৪ কেজি গাঁজা ও ২০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে ডিবি পুলিশ।

আজ রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার এসআই শাহিনুর রহমানের নেতৃত্বে এএসআই মাসুদ রানা ও কনস্টেবল আশরাফুল ইসলাম এবং মামুন মিয়ার সমন্বিত একটি দল গাংনী থানা এলাকায় অবৈধ মাদকদ্রব্য উদ্ধারের বিশেষ অভিযানে গাংনী উপজেলার চেংগাড়ায় মৃত তাহাজ উদ্দিনের ছেলে আলালের আম বাগানের সামনে একটি সাদা রংয়ের প্লাষ্টিকের বস্তার মধ্যে বাদামী রংয়ের কসটেপ দ্বারা মোড়ানো ২ পোটলায় মোট ৪ কেজি গাঁজা এবং ২০ বোতল ফেনসিডিল পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘মালিক বিহীন পরিত্যক্ত অবস্থায় মাদকগুলি জব্দ করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবং ২০ বোতল ফেনসিডিলের আনুমানিক বাজার মূল্য ৪০ হাজার টাকা। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত বিষয়ে গাংনী থানায় একটি মাদক মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

আওয়ামী লীগের ডজন, বিএনপির তিন, জামায়াতের একক প্রার্থী

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসন থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় চালিয়ে যাচ্ছেন জনসমর্থনের চেষ্টা । ইতোমধ্যে বিভিন্ন দল থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীর জনসমাবেশ করে জানান দিয়ে শুরু করেছেন নির্বাচনী প্রস্তুতি।

স্থানীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে মেহেরপুর-২(গাংনী)আসনের নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে নতুন চমক থাকতে পারে বলে তৃণমুল নেতাকর্মীদের মধ্যে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীরা সরকারের সাফল্য তুলে ধরে মিটিং, মিছিল,গণজমায়েত,উঠান বৈঠকের মাধ্যমে দির্ঘদিনের সাফল্যের বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে জানান দিয়ে নিজের অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করছেন। এতে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের মধ্যে গ্রুপিং রাজনীতির শুরু হয়েছে। তৃণমুল নেতাকর্মীরা কোন নেতার কাছে যাবেন এ নিয়েও পড়েছেন দ্বিধাদন্দে। তবে দলীয় স্বার্থে সকলেও ডাকেই নিজ কৌশলে উপস্থিতি দেখানোর চেষ্টা করছেন।

অন্য দিকে বিএনপি,জামায়াতে ইসলামী,জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকজনও বসে নেই। তারাও তাদের নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের নিজস্ব কৌশলে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে জনসর্থন থাক আর না থাক বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে ডজন খানেক নেতাকর্মীরা মনোয়ন চাইবেন বলে স্ব-স্ব সুত্রে জানা গেছে। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার জনগনের সাথে সম্পৃক্ত ও উন্নয়ন দেখে সঠিক নেতা নির্বাচন করেবন আওয়ামীলীগের ভোটাররা। নেতাদের আদর্শ ও বৈশিষ্ট নিয়ে পাড়া মহল্লা ও চায়ের দোকানে বসে গল্পে গল্পে চলছে চুলচেরা বিশ্লেসন। সাধারণ মানুষ যার কাছে মুল্যায়িত হবে তাকেই বেছে নেবেন সাধারণ মানুষ।

সুত্র জানায়, বর্তমান সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন আবারও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ

থেকে মনোনয়ন চাইবেন। তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করে গানী উপজেলায় বিভিন্ন উনয়নমুলক কার্যক্রম করে জনমনে অনেকটাই প্রসংশিত । স্কুল,কলেজ,মসজিদ মাদ্রাসা,রাস্তাসহ বিভিন্ন স্থানে বর্তমান সংসদ সদস্যের অবদানকে মানুষ মনে রাখবেন বলে দাবী করে আবারও নৌকার পক্ষে মনোনয়ন পেলে নৌকার বিজয় নিশ্চিত মনে করছেন। বর্তমান সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন তার নির্বাচনী এলাকায় কৃষকদের জীবন রক্ষায় ‘‘শেখ হাসিনা কৃষক ছাউনি’’ করে আলোচিত হয়েছেন। তিনিও বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন তুলে ধরে মিটিং সমাবেশ অব্যাহত রেখেছেন। চেষ্টা করছেন গ্রাম গঞ্জের তৃণমুল নেতাকর্মীদের সাথে রেখে আগামী নির্বাচনে নৌকার মনোনয়ন পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক তার নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাচনী এলাকা পরিদর্শন করছেন। দ্বিতীয় বারের মত জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে মেহেরপুররর আওয়ামীলীগকে সুসংগঠিত করেছেন। বিভিন্ন গ্রামে ও পাড়া মহল্লায় গণমাবেশ করছেন। তিনিও এবার নির্বাচনে আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন।

গাংনীর দুই বারের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন আবারও নৌকার পক্ষে মনোনয়ন চাইবেন। তিনি দির্ঘদিন থেকে আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে দুই বার সংসদ সদস্য হিসেবে গাংনীর মানুষের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এক বার তিনি নৌকার বিরদ্ধে ভোট করে নির্বাচিত হন। এবারও তিনি মনোনয়ন চাইবেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে। মকবুল হোসেন গাংনীর মানুষের কাছে প্রবীণ নেতা হিসেবে পরিচিত। কয়েকদিন আগেও তিনি ১৫ আগষ্টের একটি যুবলীগের একটি আলোচনা সভায় সব চেয়ে বেশি লোকসমাগম হওয়ায় আবারও তিনি আলোচনায়। স্বতন্ত্র নির্বাচন করায় তিনি আওয়ামীলীগ থেকে ছিটকে গেছেন নাকি আওয়ামীলীগ তাকে মুল্যায়ন করবেন এনিয় শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন।

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোখলেছুর রহমান মুকুল। তিনি গাংনীর আওয়ামীলীগ রাজনীতিতে নতুন দলীয় পদ পেয়ে উপজেলা আওয়ামীলীগকে নতুন করে সুসংগঠিত করার চেষ্টা করছেন। সুবিধাবঞ্চিত আওয়ামীলীগ কর্মিদের সাথ নিয়ে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন॥ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় ঘোষিত সকল প্রোগাম করছেন । রাজনীতিতে

নতুন পদ পেলেও স্বল্প সময়ে আলোচনায় এসছেন গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে। তিনিও গ্রামে গ্রামে নৌকার পক্ষে ভাট চাইছেন। আসন্ন জাতীয় সংসদ নিবার্চনে তিনি আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন বলে নিশ্চিত করেছেন॥ তার কাজ কর্মে অনেকের কাছেই বিশ্বস্ত হতে শুরু করেছেন বলেও দাবী করেন তিনি। মনোনয়ন পেলে গাংনী আসনে বিপুল ভোটে নৌকার বিজয় হবে বলে তার সমিকরণ।

গাংনী পৌরসভার একাধিক বার নির্বাচিত মেয়র আহমেদ আলী আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গহন করবেন বলে জানিয়েছেন। বিএনপি জোট সরকারের অমলে তিনি মামলা হামলার শিকার হয়েছিলেন। আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আহমেদ আলীকে নৌকার মনোনয়ন দিলে তিনি মেয়র নির্বাচিত হন। জনপ্রিয়তায় তিনি একাধিকবার মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় তিনি এবার মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চাইবেন।

ডাক্তার এসএম নাজমুল হক সাগর। তিনি বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি গণপরিষদ সদস্য ও একাত্তর পরবর্তী সময়রের এমপি নুরুল হকের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র। তিনিও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গহন করার জন্য নেতাকর্মীদের উজ্জীবীত করার লক্ষ্যে সভা -সমাবশ করছেন। পিতার উত্তরসূরি হিসেবে আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন।

মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন। তিনিও ছাত্র জীবন থেকে পারিবারিক ভাবেই আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে সক্রিয়। তিনি মেহেরপুর সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি। সরকারের সাফল্য উন্নয়নের গান রচনা করে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন তিনিও। কৃষলীগের নেতা হিসেবে তিনি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কেটি গাছের চারা রোপনের কাজ অব্যাহত রেখেছেন।তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য মরহুম সরোয়ার হোসেনের ছেলে।

গাংনী উপজেলা যুব লীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন। তিনিও এবার সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চাইবেন। গাংনী উপজেলা যুবলীগকে সুসংগঠিত করে মিভিন্ন মিটিং মিছিলে অংশ গ্রহন অব্যাহত রেখে জনগনের সাথে সমর্থন চাইছন।

মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সম্পাদিকা মোছাঃ নুরজাহান

বেগম। অন্যান্য বারের মত এবারও তিনি বাংলাদেশ ◌্আওয়ামী লীগ থেকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন চাইবেন। নুরজাহার বেগম সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম বজলুর রহমান বিশ্বাসের স্ত্রী বজলুর রহমান বিশ্বাস ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর ২০০৩ সালে বিএনপি ক্ষমতায় থাকা কালীণ সময়ে সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে নির্মম ভাবে হত্যা করে। বজলুর রহমান বিশ্বাসের মৃত্যুর পর দু’ ছেলে নিয়ে তিনিও প্রাণের ভয়ে আতংকিত ছিলেন দির্ঘদিন। নুরজাহার বেগমের বড় ছেলে মশিউর রহমান নৌকার মনোনিত ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন প্রাপ্তির প্রত্যাশা করছেন নুরজাহান বেগম ।

এ্যাডভোকেট রাশেদুল হকজুয়েল। তিনি বর্তমানে গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান। তিনিও বিভিন্ন ভঅবে লোকজনের মাঝে সভাসমাবেশ করে জনসমর্থন চাইছেন। জনসমর্থনে তিনি পৃথক পৃথক ভাবে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মসুচী পালনের মাধ্যমে নেতাকর্মীদের সাথে সু-সম্পর্ক গাড় করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তিনিও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চাইবেন। দলীয় পদে না থাকলেও বর্তমান সরকার তরুন নেতৃত্বের দিকে মুল্যায়ন করবেন বলে প্রত্যাশা করেন তিনি।

গাংনীর কাজিপুর কলেজের সহকারি অধ্যাপক ও মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালক মোঃ রিয়াজ উদ্দীন,দলীয় কোন পদে না থাকলেও তিনি ছাত্র জীবন থেকে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে আসছেন। তিনিও মনোনয়নের জন্য আবেদন করবেন।

একই সাখে গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের সাবেক ছাত্র লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম রিন্টু চাইবেন বাংলাদেশ আওয়মীলীগ থেকে মনোনয়ন। তিনিও গাংনীর বিভিন্ন গ্রামে সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে নৌকার পক্ষে ভোট চাইছেন।

অপরদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে তিন জন প্রার্থী মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা গেছে। সাবেক সংসদ সদস্য মোঃ আমজাদ হোসেন বর্তমানে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শারীরীক অসুস্থতার কারনে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তিনি কিছুটা জন-বিচ্ছিন্ন। উপজেলা পর্যায়ে কোন মিটিং মিছিলে তার অংশগ্রহন চোখে পড়েনা বলে বিএনপি

সমর্থকারিদের।

সে কারনে যে সকল নেতাকর্মীরা বর্তমান সরকারের সময় পর্যন্ত মামলা,হামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের মুল্যায়ন চাইবেন বিএনপির সাধারণ ভোটার থেকে শুরু করে তৃণমুল নেতাকর্মীরা। মামলা হামলার মধ্যে থেকেও গাংনী উপজেলা বিএনপিকে সুসংগঠিত করে রেখেছেন এমন নেতাদের মুল্যায়ন চাইছেন বিএনপি মনা মানুষ।

অপর মনোনয়ন প্রত্যাশী জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গাংনী উপজেলা বিএনপিকে সুসংগঠিত করে বিভিন্ন সময় মিটিং মিছিল,পদযাত্রা ও সরকারি বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেছেন তিনি। মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে ধানের,শীষে মনোনয়ন চাইবেন জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তবে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে তিনি কিছুই করবেন না বলে জানিয়েছেন।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু। তিনিও এবার দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী। ক্ষমতাশীন দলের করা মামলায় জর্জরিত আসাদুজ্জামান বাবলু। গাংনী উপজেলা বিএনপিকে গুছিয়ে রাখতে তার অবদান ও ভুমিকা রয়েছে যথেষ্ট। মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের কাছে অনেক জনপ্রিয়। তিনিও দলীয় বিএনপি দলীয় মনোনয়ন চাইবেন। মনোনয়ন পেলে গাংনী আসন বিএনপি জয়লাভ করবে বলেও তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে, তলে তলে দলকে চাঙ্গা রাখতে আসাদুজ্জমান বাবলু’র ভ’মিকা অস্বীকার করার মত নয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর মেহেরপুর জেলা শাখার সুরা সদস্য মোঃ নাজমুল হুদা মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের জন্য মনোয়ন চাইবেন বলে জানিয়েছে। ইতোমধ্যে তিনি জনসমর্থন চাইতে বিভিন্ন এলাকায় পোষ্টার লিফলেটের মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। দলীয় মনোনয়ন পেলে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসন থেকে একক প্রার্থী হিসেবে নাজমুল হুদার নাম শোনা যাচ্ছে। দলীয় মনোনয়ন পেলে এবং সুষ্ঠ্য নির্বাচন হলে গাংনী আসনটি জামায়াত ইসলামী বিপুল ভোটের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এনডিএম থেকে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে তরুন পজন্মের প্রার্থী মোঃ জাবেদুর রহমান জনির নাম একক প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা করেছে দলটি। গাংনী উপজেলার

স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে গাংনীর মানুষৈর প্রত্যাশা পুরুনে কাজ করতে চান জাবেদুর রহমান জনি। তিনিও আগামী দ্বাদশ জাতয় সংসদ নির্বাচনে এনডিএম থেকে মনোনয় পেলে ভোট যুদ্ধে শরিক হবেন। তবে সাধারণ মানুষের আপদ বিপদে পাশে থেকে সাধারণ মানুষের সেবা করার সুযোগ চান তিনি।

২৪ লাখ টাকার বায়োমেট্রিক মেশিনের প্রায় সবই বিকল

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপন করা ডিজিটাল হাজিরা ডিভাইসগুলো বেশিরভাগই এখন বিকল হয়ে আছে। কিছু মেশিন সচল থাকলেও হচ্ছে না এর সঠিক ব্যবহার। প্রায় সাড়ে ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে কেনা ডিভাইসগুলো এখন পড়ে আছে অযত্ন আর অবহেলায়।

ডিজিটাল বায়োমেট্রিক শিক্ষক হাজিরা ডিভাইস ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও মোটা অংকের অর্থ কেলেঙ্কারীর কারনে অল্পদিনেই এগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। এই অকেজো ডিভাইসগুলো এখন শিক্ষকদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বায়োমেট্রিক হাজিরার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের প্রথম পর্বে থাকছে গাংনী উপজেলা নিয়ে। পরবর্তিতে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার চিত্রও তুলে ধরা হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করতে ২০১৯ সালে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। ওই বছরই স্থাপন করা হয় গাংনী উপজেলার ১৬২ টি বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক হাজিরা ডিভাইস। যার খরচ হয়েছে ২৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা। বায়োমেট্রিক হাজিরা ডিভাইস কেনা হয় ১২ হাজার টাকা ও অনলাইন করতে খরচ হয় প্রতিটি মেসিনে ৩ হাজার টাকা।

ডিজিটাল হাজিরা ডিভাইসটি যন্ত্রটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয়ে সঠিক সময়ে উপস্থিত ও ছুটির সময় শিক্ষকরা হাজিরা মেশিনে আঙুলের ছাপ দেবেন। শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করতেই সরকার এ পদক্ষেপ

নিয়েছিল। কিন্তু, বছর না ঘুরতেই জেলার প্রায় ৯০ ভাগ ডিভাইস বিকল হয়ে গেছে। বাকিগুলোর নেই কোনো ব্যবহার।

অভিযোগ আছে, অনেক শিক্ষকই চান না ডিজিটাল হাজিরা মেশিন চালু থাকুক। কারণ প্রায় প্রতিদিনই শিক্ষা অফিসের নাম ভাঙিয়ে অনেক শিক্ষক রাজনৈতিক, সামাজিক অনুষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সঙ্গে সময় কাটান। ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই এসব মেশিন ইচ্ছেকৃতভাবে অকেজো করে রেখেছেন। এছাড়া কর্তৃপক্ষের উদাসিনতা ও সঠিক তত্ত্বাবধানের কারণেও দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে বায়োমেট্রিক হাজিরা যন্ত্রগুলো।

করোনার অজুহাত দেখিয়ে শিক্ষকরা বলছেন, করোনায় বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ডিভাইসগুলো ব্যবহার হয়নি। একই সঙ্গে সফটওয়্যার আপডেট না থাকায় এখন আর ব্যবহার হচ্ছে না।

নাম প্রকাশ না কারার শর্তে একাধিক শিক্ষক বলেন, ‘২০১৯ সালে আমরা স্লিপ ফান্ডের টাকা দিয়ে হাজিরা মেশিন কিনেছিলাম। করোনায় স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর ব্যবহার করা হয়নি। নতুন করে কোনো নির্দেশনা না দেওয়ায় এখন ব্যবহার হচ্ছে না বায়োমেট্রিক হাজিরা। এরমধ্যে যেসব মেশিন সচল রয়েছে সেগুলোতে ডাটা আপডেট না করায় এবং সার্ভারের সঙ্গে ঠিকঠাক কানেকশন না থাকায় অকার্যকর পড়ে আছে। ফলে বাধ্য হয়ে অনেক স্কুলকে এখন ম্যানুয়াল হাজিরা খাতা ব্যবহার করতে হচ্ছে।

গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা বলেন, ‘যাচাই-বাছাই করেই বায়োমেট্রিক হাজিরা যন্ত্রগুলো কেনা হয়েছে। করোনার কারণে মেশিন চালু করা সম্ভব হয়নি। এরইমধ্যে সামনের ডিসেম্বর মাসে সার্ভিসের মেয়াদও শেষ হবে। তিনি বলেন, এখনো অনেক বিদ্যালয়ে এটি চালু রয়েছে। আমার বিদ্যালয়েও ডিজিটাল ডিভাইস চালু রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একাংশের সভাপতি মহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক হাফিজুর রহমান বকুল বলেন, ‘শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের এটি একটি ভালো উদ্যোগ ছিল। এই উদ্যোগের ফলে সঠিক সময়ে শিক্ষকরা হাজির হবেন। এতে লেখা পড়ার মানোন্নয়নও হতো।

সাবেক শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এতে

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে।’ এ শিক্ষকের মতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করা হয়েছে এটি যেন লোকদেখানো না হয়ে বাস্তব্যে রূপ দেওয়া হয়। এতে শুধু শিক্ষক হাজিরা নয় বাড়বে শিক্ষার মান। একই সঙ্গে কমবে শিক্ষক অনুপস্থিতির মানসিকতা।’

গাংনী উপজেলা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দীন বলেন, ডিজিটাল ডিভাইসগুলো অধিকাংশই বিকল হয়ে রয়েছে। আমি শিক্ষকদের ডেকে বলেছি তারা যাদের মাধ্যমে এগুলো লাগিয়েছে তাদের ডেকে ঠিক ঠাক করে দিতে। কিন্তু আজও সেটি হয়নি। তিনি আরও বলেন, আমি কোম্পানীর লোককেও ডেকেছিলাম। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ঠিক করে দেওয়ার কিন্তু ঠিক করে দেইনি।

ডিজিটাল এ যন্ত্রটির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন ও শিক্ষার মান উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্টজনরা। তবে নিম্নমানের যন্ত্র ও সঠিক তদারকির অভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাই মেশিনগুলো ঠিক করে পুনরায় চালুর দাবি তাদের।

গাংনীতে জনতার হাতে মোটরসাইকেল চোর আটক; পুলিশে সোপর্দ

গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে থেকে মোটরসাইকেল চুরির সময় মানিক মিয়া নামের এক চোরকে হাতেনাতে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। মানিক মিয়া(৪০) কুষ্টিয়া মিরপুরের ছাতিয়ান ইউনিয়নের ধলসা গ্রামের মজনু মিয়ার ছেলে।

মঙ্গলবার রাত ৮ টার সময় এঘটনা ঘটে। মানিক মিয়াকে গণধোলায় শেষে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

বাজার কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন শাওন জানান,গাংনী বাজারের

আশরাফুল ইসলাম তার একটি মোটরসাইকেল আমিরুল ইসলাম মার্কেটের সামনে মোটরসাইকেল রেখে বাজার করছিল। এসময় তার মোটরসাইকেলটি মানিক মোটরসাইকেলটি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় মোটরসাইকেল চোর সন্দেহে মানিককে আটক করে গণধোলাইয়ের পর গাংনী থানা পুলিশের হাতে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মোটরসাইকেল চোর সন্দেহ একজনকে পুলিশে সোপর্দ করেছে বাজারের লোকজন। তাকে চুরির মামলায় দিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনীতে শিক্ষক কল্যাণ সমিতির জমি দখলমুক্ত করতে সংঘর্ষ আহত ১৬

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ের জমি দখলকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে ছয় শিক্ষক ও নারীসহ অনন্তত ১৬ জন আহত হয়েছেন।

আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার(২২ আগষ্ট) বেলা ১১ টার সময় গাংনী পৌর এলাকার-মেহেরপুর সড়কের বাঁশবাড়িয়া এলাকায় অবস্থিত শিক্ষক কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ের সামনে লাঠিশোঠা নিয়ে এক রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহত শিক্ষকরা হলেন- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও গাংনী পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন(৫৫) জিলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক আলমগীর হোসেন মিঠু, এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ,সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদ, রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান লিখন, ও গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক রায়হান আলী। শিক্ষকদের ওপর হামলাকারিদের দ্রত গ্রেপ্তারের দাবী জানিয়ে সড়ক

অবরোধ করেন শিক্ষকরা।

অপরদিকে শিক্ষকদের হামলায় কার্যালয়ের জমি দখলকারিদের মধ্যে নারীসহ অন্তত দশজন আহত হয়েছেন। আহতদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতরা হলো-বাঁশবাড়িয়া গ্রামের নিজাম উদ্দিন-(৪০), মিজান (২৫), মুজাম (৩৫), সোহেলী খাতুন (২৫), সুমাইয়া (২২), হাবিবা খাতুন
(৪০) শহিদুল ইসলাম (৫০), শিপন আলী (২০), সোহরাব হোসেন (৩০), ইমরান আলী (২৫), নাজিরা খাতুন (২৫)।
আহতদের মধ্যে মুজাম ও সোহেলীর অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাদের দুজনকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

আধা ঘন্টা যাবত সংঘর্ষের সময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক ও গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। উভয় পক্ষকে শান্ত করে জমিজমার কাগজপত্র যাচাই করার প্রতিশ্রতি দিলে শিক্ষকরা তাদের কর্মসুচী প্রত্যাহার করেন। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও গাংনী পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন জানান, প্রায় দশ বছর আগে আমরা সমিতির নামে ন্যায্য টাকা দিয়ে হাবিুর রহমানের ওয়ারিশদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করি। তারপর সেখানে সমিতির কার্যালয় ভবন নির্মাণ করি। সেই কার্যালয়ের সামনে হঠাৎ করে হাবিবুর রহমানের নামের একজন ব্যক্তি রাতের আধারে জমি দখলে নিয়ে বসত শুরু করে। তাদের বার বার তাগাদা দেয়া সত্বেও তারা আমাদের জায়গা খালি করে দেয়নি। আজ সকালে সমিতির

সকল সদস্যরা কার্যালয়ের জমি দখল মুক্ত করতে আসে। এসময় বাড়ির ভিতর থেকে ইট পাটকেল মারতে শুরু করে। হাবিবুর রহমানের লোকজনের ইটের আঘাতে আমাদের ছয় শিক্ষক রক্তাক্ত জখম হয়েছে। সমিতির নামে ক্রয়কৃত জমি দখল করতে উপজেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছুটে এসেছেন।

অন্যদিকে আহত নিজাম ও মুজাম বলেন, শিক্ষকরা যে জমি ক্রয় করেছে সেই জমিতে আমাদের অংশ রয়েছে। আমাদের অংশ বুঝিয়ে না দিয়ে তারা অফিস নির্মাণ করেছেন। হাবিবুর রহমান তার নিজের জমি দাবী করে বসবাস শুরু করেন।
আজ সকালে হঠাৎ কয়েক শো শিক্ষক হাতে বাশের লাঠি নিয়ে রাস্তায় জড়ো হয় এবং জোরপুর্বক ইট ও বালি ফেলতে শুরু করে। আমরা বাধা দিতে গেলে শিক্ষরা তাদের হাতে থাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর শুরু করেন। শিক্ষকদের হামলায় আমাদের পক্ষের নারীসহ মোট ১০জন আহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে দুজনকে কুষ্টিয়া হাসপাতালে রেফার করেছেন চিকিৎসক। হামলার সময় শিক্ষকরা আমাদের বাড়িঘরের সমস্ত কিছু ভেঙ্গে তছরুপাত করেছেন। এবং ঘরের টিন ও আসবাপত্র যা ছিল তা সব নিয়ে গেছে বলেও দাবী করেন তারা।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমি ঘটনা শুনতে পেয়ে দ্রত পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছি। উভয় পক্ষের লোকজন জখম হয়েছে। জখম হওয়া ব্যক্তিরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি থমথমে। এখনও কোন পক্ষ থেকে অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীর সহড়াতলায় গ্রেফতার আতঙ্কে গ্রামবাসী

ঘটনার এক দিন পর বিজিবির সদস্যদের ওপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধা প্রদানসহ নানা অভিযোগ এনে সহড়াতলা গ্রামের এজাহার নামীয় ১২ ও অজ্ঞাত ৫০/৬০ জনের নামে গাংনী থানায় মামলা হয়েছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সহড়াতলা বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েব সুবেদার মো: ইসরাইল শেখ বাদী হয়ে ধারা ২৪/৩৩২/৩৫৩/৩৪ দ.বি আইনে গত রবিবার রাতে এই মামলাটি দায়ের করেন। মামলার নং ২৩, তারিখ ২০/০৮/২০২৩ ইং।
এদিকে গ্রামবাসীর দাবি, বিজিবি কোনো উসকানি ছাড়াই গ্রামের আশিক নামের প্রবাস ফেরত একজন ভাল ছেলেকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ও মারধর করে রক্তাক্ত করার প্রতিবাদ করায় সাধারণ মানুষের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে বিজিবি। এ মামলায় কিছু নাম উল্লেখ করলেও বাকি নামগুলো অজ্ঞাত থাকায় গোটা গ্রামের মানুষের মাঝে বর্তমানে মামলা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বেশির ভাগ মানুষ পুলিশি আতঙ্কে এখন পালাতে শুরু করেছেন।

এদিকে ৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি’র) হাত থেকে হ্যান্ডকাফসহ পালিয়ে যাওয়া আশিক (৩০)কে গ্রেফতরা করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গত রবিবার (২০ আগস্ট) দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের পাগলার ব্রীজের উপর থেকে তাকে হ্যান্ডকাপসহ গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মামলা হওয়ার পরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে হ্যান্ডকাপ পরিহিত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত শনিবার দিবাগত রাত আনুমানিক সোয়া ৮ টার দিকে বিজিবির একটি টিম সহড়াতলা বাজারের ফকিরের মোড় এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হাড়াভাঙ্গা গ্রামের সলেমান আলীর ছেলে সৌদী প্রবাস ফেরত আশিক(২৭) কে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চাই। ক্যাম্পে যেতে না চাইলে তাকে বিজিবি সদস্যরা মারধর করে। এতে সে রক্তাক্ত হয়ে পড়েন আশিক। পরে স্থানীয়রা জানতে চান কেনো তাকে এভাবে মারধর করছেন। এক পর্যায়ে গ্রামবাসি আশিককে বিজিবির হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। পরে সে হ্যান্ডকাপ নিয়ে পালিয়ে যান।

স্থানীয় বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বিজিবির সদস্যরা একজন ছেলেকে বাজারের উপর বুট দিয়ে লাথি মেরে রক্তান্ত করে ফেলে রাখায় এলাকার মানুষ তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওই যুবককে ছাড়িয়ে নেন। এনিয়ে বিজিবির সাথে বাক বিতন্ড হয়েছে। এনিয়ে গ্রামবাসির উপর মিথ্যা মামলা করা হয়েছে।

৫ নং ওয়ার্ড সহড়াতলা গ্রামের ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম লাটু বলেন, বিজিবি’র মামলার কারনে গ্রামের অনেক লোক এখন পালিয়ে যাচ্ছে।

আতংকের মধ্যে রয়েছেন অনেকেই। মামলায় ১২ জনের নাম উল্লেখ থাকলেও অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে ৫০/৬০ জনকে। আমরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিজিবির কাছে আহবান জানাবো এলাকায় শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে মামলা থেকে বিরত থাকতে।

কাজিপুর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ইউপি সদস্য মহিবুল ইসলাম বলেন, বিজিবির মামলা সমন্ধে এখনো আমার কাছে তথ্য নেই। মামলার কথা এই প্রথম শুনলাম। বিষয়টি জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের লোকজন বসে বিষয়টি মিটালে সবাই ভাল থাকবে।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: নাজমুল হুদা বিশ^◌াস বলেন, এই ঘটনায় তাৎক্ষনিকভাবে ৫ নং সহড়াতলা ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম লাটু, কাজিপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙ্গা গ্রামের ইউপি সদস্য মহিবুল ইসলামসহ গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সহড়াতলা বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা ওই রাতেই জরুরী বৈঠকে বসা হয়। সে সময় হ্যান্ডকাপ উদ্ধার ও আশিককে বিজিবির হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ জানান বিজিবি। আশিক পলাতক থাকায় তাৎক্ষনিকভাবে কোনো সূরাহা হয়নি।

৪৭ বিজিবির সহড়াতলা বিওপি ক্যাম্পের বর্তমান কমান্ডার হাবিলদার রিয়াজ বলেন, আমি বদলি হয়ে এসেছি। আমার পূর্ব কমান্ডার নায়েব সুবেদার মো: ইসরাইল শেখ বদলি হয়ে চলে গেছেন। আমি নতুন এসেছি। আমি মামলা সমন্ধে কোনো কিছু বলতে পারবোনা।

মিরপুর ৪৭ বিজিবি’র সিও লে. কর্ণেল আরিফ বলেন, সহড়াতলা বিওপি ক্যাম্পে কর্মরত বিজিবি সদস্যদের সেক্টরে তুলে নেওয়া হয়েছে। আসলে সেদিনকার ওই ঘটনায় কি হয়েছিল তদন্তের জন্য। হ্যান্ডকাপ পরানো অবস্থায় আশিককে ইতোমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি ওইদিনকার ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, বিজিবির টহল দলের কাছে তথ্য ছিল ওই যুবকের কাছে মাদক ছিল। এমন তথ্যের ভিত্তিতে ওই যুবককে ধরে সার্চ করা হয়। তাৎক্ষনিকভাবে তার কাছে কোনো মাদক পাওয়া যায়নি। তবে তার কাছ থেকে একটি রেজিস্ট্রেশন বিহীন মোটরসাইকেল ও অন্যান্য মাল পাওয়া যায়। ওই সময় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ক্যাম্পে নেওয়ার সময় সে বাজারের উপর গিয়ে সিনক্রিয়েট করে। এসময় বাজারের কিছু লোক আমাদের ইউনিফ্রম পরা বিজিবি সদস্যদের দেখার পরেও আসামি ছিনিয়ে নেয়। আসলে এলাকার যারা চোরাচালানি বা এদের সাথে সম্পৃক্ত তাদের আমরা অনেকটাই চিনি। সেভাবেই মামলা দেওয়া হয়েছে।

গাংনীর চার বারের সাবেক ইউপি সদস্য আমানুল্লাহ মারা গেছেন

গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ডে চারবারের নির্বাচিত সাবেক ইউপি সদস্য ও গ্রাম আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মো: আমানুল্লাহ (৫০) হৃদরোগে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন । (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত (১৮ আগস্ট) রাত ৯ টার দিকে নিজ বাড়িতে হৃদরোগে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান আওয়ামীলীগের এই নেতা। মো: আমানুল্লাহ তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত রুহুল আমীন বিশ্বাসের ছেলে।

জানা গেছে,আমানুল্লাহ শুক্রবার রাতে বুকে ব্যথা অনুভব করলে পরিবারের লোকজন তাকে হাসপাতালে নেয়ার সময় মারা যান তিনি।

আজ শনিবার (১৯ আগস্ট) সকাল ১০ টার সময় তেঁতুলবাড়িয়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে জানাযা শেষে দাফন করা হয়।

তার জানাযাতে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মো: মোখলেছুর রহমান মুকুল, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম মিয়াসহ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মো: আমানুল্লাহর স্ত্রী,২ ছেলে ও ১ মেয়ে, রাজনৈতিক সহচার্যসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রয়েছে।